৭৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 1996

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

আমরা কি শিক্ষিত?

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া

অনেক সময়ই আমরা বলি আমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে একটা 'সু' ব্যবহার করে শিক্ষাকে আরো গুরুত্ববহ করে তোলা হয়। যেমনঃ, বিরতিহীন বলেই আমরা ক্ষান্ত থাকি না, সঙ্গে একটা 'সম্পূর্ণ' শব্দ ব্যবহার করে 'সম্পূর্ণ বিরতিহীন' লিখে বিরতিহীনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলি। শিক্ষা কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তা জানি না বলেই আমরা 'সুশিক্ষা' 'সুশিক্ষা' বলে শ্লোগান দেই। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুশিক্ষার বিপরীতে 'কুশিক্ষা' নামক একটা শব্দ এসে দাঁড়ায়। শিক্ষার সংজ্ঞা যদি স্পষ্ট হয় তাহলে কুশিক্ষা নামক কোন শিক্ষা যে নেই, তা বুঝতে পারা যাবে। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) সক্রেটিস ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের আবিষ্কার।
(২) প্লেটো ঃ শরীর ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।
(৩) এরিস্টটল ঃ শিক্ষার সত্যিকার উদ্দেশ্য ধর্মের পবিত্রতার মাধ্যমে সুখ লাভ করা।
(৪) জোহান এমস কমিনিয়াস ঃ শিক্ষার লক্ষ্য সমগ্র মানুষটির বর্ধন। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য।
(৫) জন লক ঃ শিক্ষার চরম লক্ষ্য সুস্থ দেহে সুস্থ মন সৃষ্টি করা।
(৬) জীন জ্যাক রুশো ঃ সু-অভ্যাস গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য।
(৭) জোহান ফ্রেডারিক পেস্তালোজী ঃ শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের শক্তি সামর্থ্যের স্বাভাবিক প্রগতিশীল এবং নিয়মানুগ বর্ধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।
(৮) জন ডিউই ঃ শিক্ষার লক্ষ্য আত্ম-উপলব্ধি।
(৯) ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল ঃ শিক্ষার লক্ষ্য সুন্দর, বিশ্বস্ত ও পবিত্র জীবন উপলব্ধি।
(১০) জোহান ফ্রেডারিক হার্বার্ট ঃ শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হলো মানুষের বহুমুখী প্রতিভা ও অনুরাগের সুষম বিকাশ সাধন এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।

আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা হলো– মানুষের আচরণের সেই পরিবর্তন যা কাংক্ষিত, বাঞ্ছিত এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত তাকে শিক্ষা বলে।

একজন ব্যক্তি পড়াশুনা করে জানলো যৌতুক নেয়া অপরাধ। কিন্তু তার জানাটা ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইল। সে ঠিকই যৌতুক নিল, এক্ষেত্রে তার জানাকে শিক্ষা বলা যাবে না। কারণ তার আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, অফিসের 'কলিগদের' ঘুষ খেতে দেখে কেউ ঘুষ খাওয়ার নিয়ম-কানুন-পদ্ধতি খুব ভালভাবে রপ্ত করে ঘুষ খাওয়া শুরু করল। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন হলেও তার কর্মকান্ডকে শিক্ষা বলা যাবে না। কারণ ঘুষ খাওয়া কাংক্ষিত, বাঞ্ছিত এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত কোন কাজ নয়। ইহা কল্যাণ বয়ে আনে না।

সুতরাং আমরা শিক্ষা বলব তাকেই যা কল্যাণকর ও বাঞ্ছিত। পাঠ্যপুস্তকের যে জ্ঞান মানুষের আচরণের পরিবর্তন সাধন করে সেটাই শিক্ষা। একজন মানুষ যখন শিক্ষা লাভে সমর্থ হয় তখনই তাকে শিক্ষিত বলা হয়। শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নিয়েই একজন শিক্ষিত হবে সেটাও ঠিক নয়। কারণ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ পৃথিবীতে মানুষ ক্রমাগতই কোন না কোনভাবে শিক্ষা লাভ করছে। মানুষের অবিরাম জীবনব্যাপী এই শিক্ষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ (১) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, (২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও (৩) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

প্রতিটি মানুষই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও একজন মানুষ শিক্ষিত হতে পারে। দেখে, শুনে, বুঝে, ঠেকে মানুষ তার জীবদ্দশায় ধীরে ধীরে যা শেখে তার নাম অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। শিক্ষার সংজ্ঞা অনুযায়ী পৃথিবীতে অশিক্ষিত বলে কেউ নেই। কারণ, প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে কিছু না কিছু শিখছে। একমাত্র পাগলরাই কিছু শিখতে পারে না। কারণ, শিক্ষার শর্তানুযায়ী তাদের আচরণের পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তন অস্থায়ী তাই অশিক্ষিত শব্দটা কেবল পাগলদের বেলায়ই প্রযোজ্য।

এবার প্রশ্ন হলো, আমরা কি শিক্ষিত জাতি? শিক্ষিত হতে হলে যে গুণগুলো আবশ্যক তাহলো ঃ
(১) আচরণের পরিবর্তন হতে হবে।
(২) সে পরিবর্তন স্থায়ী হতে হবে।
(৩) পরিবর্তনটা হবে মানব কল্যাণকর। (৪) পরিবর্তন হবে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত।

পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর গন্ডি পর্যন্ত প্রতিনিয়তই আমরা শিখছি আর শিখছি। আমাদের আচরণেরও ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে আকাশের রঙের মত। যেমন ঃ (১) পাশের বাড়ীর কলিমুদ্দীন বিয়েতে শ্বশুর বাড়ী থেকে সাদা-কালো টিভি পেয়েছে। কলিমুদ্দীনের সাদা-কালো টিভি দেখার সঙ্গে সঙ্গে রহিমুদ্দীন শিখে ফেলল। আচরণেরও পরিবর্তন হলো। ফলশ্রুতিতে দুই সন্তানের জননী রহিমুদ্দীনের স্ত্রীর উপর চলল নির্যাতন। রহিমুদ্দীন তার শিক্ষাকে আরো উৎকর্ষ করার উদ্দেশ্যে সাদা-কালো নয়, রঙিন টিভির উদ্দেশ্যে শুরু করল তার শিক্ষার প্রয়োগ স্ত্রীর উপর। শুধু যে কলিমুদ্দীন এবং রহিমুদ্দীনেরা শিখছে তা নয়, এ শিক্ষা দেশের আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী মহামতি অনেক পুরুষেই শিখছে। আর এই শিক্ষার মাশুল দিতে গিয়ে এদেশের নারীরা মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে।

(২) ভান্ডারিয়ায় (পিরোজপুর) প্রকাশ্য দিবালোকে জোড়া খুন দেখে কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে সেটা শিখে ফেলল। ফলশ্রুতিতে, ঐ ঘটনার পর থেকে প্রায়ই পত্রিকার পাতা খুললে দেখা যায়, প্রকাশ্য দিবালোকে আরো বেশী চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। আমরাই একমাত্র জাতি, মুহূর্তের মধ্যে শিখে ফেলতে যাদের জুড়ী নেই।

(৩) বইমেলা, বাণিজ্য মেলা থেকে শুরু করে গাউছিয়া, নিউমার্কেট, বাসের ভিড়–সর্বত্র ভদ্রবেশে ঘুরে বেড়ায় কিছু মানুষরূপী জানোয়ার। সুযোগ পেলেই এরা মহিলাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে নাজেহাল করে এবং নিজের কর্মকান্ড খুব রসিয়ে রসিয়ে বন্ধুদের কাছে প্রচার করে। এসব অপ্রীতিকর কান্ড দেখে দেখে অনেকেই আজকাল শিখছে। ফলশ্রুতিতে বইমেলার মত একটি সুন্দর পরিবেশে ভিড়ের মধ্য থেকে চোখে জল নিয়ে বেরিয়ে আসছে কোন কোন নারী। শিক্ষার এমন সুন্দর নিদর্শন কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব।

(৪) রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সেখানেও শিক্ষার প্রতিযোগিতা। নির্বাচনের পূর্বে দেয়া চমৎকার চমৎকার প্রতিশ্রুতি একজনকে লংঘন করতে দেখে অন্যজন শেখে। ভোট চুরি শিখে শিখে দিনে দিনে চুরির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে।

(৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষ খাওয়া দেখে একজন অপরজনের কাছ থেকে শিখছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘুষ খাওয়ার ধুম পড়েছে আমাদের দেশে। আমাদের শিখবার এসব বিরল প্রতিভা দেখবার পরও কি বিশ্ববাসী আমাদের মূর্খ বলবে?

পাঠ্যপুস্তকের কোথাও ঘুষ খাবার কথা লেখা নেই, যৌতুক নেয়া, হত্যা, ধর্ষণ, অন্যকে অকারণে হয়রানি করা ইত্যাদি নৈতিক অপরাধ, আইনত অপরাধ জেনেও আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এসব করছে। আচরণের পরিবর্তন এদের হচ্ছে। কিন্তু এ পরিবর্তন স্থায়ী নয়, কল্যাণকর নয়। অতএব, জাতি হিসাবে আমাদের যখন অন্যরা চিহ্নিত করবে, তখন কি আমাদের শিক্ষিত বলবে, না উন্মাদ বলবে? এ প্রশ্নের উত্তরের ভার রইল এদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকারী প্রতিটি নাগরিকের উপর। ❑